সত্যবতী

(নায়ক বর্জ্জিত সামাজিক উপন্যাস।)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

For what are men better than sheep and goat.
That nonrish a blind life within the brain,
If, knowing God, they lift not hands of prayer,
Both for themselves and there who call them friend
For so the whole round Earth is every—
Bound by gold chains about the feet of God.
Tennyson.

৪৪নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রেট ইষ্টার্ণ পবলিশিং কোম্পানীর ম্যানেজার
শ্রীবিপিনবিহারী শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১২৯৮।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
গ্রেট ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—৪৩ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র।

আজ আমার

সমাজে অক শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

মহাশয় নিয়াপদেষু।

মহাশয়!

আপনার অসীম কবিত্বশক্তি ও সুমধুর লেখনী নিঃসৃত নাটকাদি পাঠে আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনি যে একজন ভক্ত, তাহা আপনার প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার অলৌকিক ধীশক্তি ও নিঃস্বার্থপরতা এ হতভাগ্যকে যে কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। আমি আপনার এই কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইয়া আমার আদরের ধন "সত্যবতীকে" আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। ভরসা করি, যেন আপনার কৃপাকটাক্ষ গুণে আমার "সত্যবতী" জনসমাজে আদরণীয়া হয়। মনুষ্যের মনোরথের অবধি নাই।

আপনার পবিত্র নামে আমার "সত্যবতীকে" অর্পণ করিয়াও আশা মিটিতেছে না। কিন্তু কি করি, আমি নিতান্ত নিঃস্ব

বহু আশাসসাধ্য, অমররক্ষিত, মন্দার-কুসুম-পাইব ; সাহিত্য কানন হইতে, বন্য কুসুম সকল মালা গ্রন্থন করিয়া আপনার করে সমর্পণ করিলাম। পূর্বক গ্রহণ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

একান্ত বশম্বদ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ বেটরা, হাওড়া।

বিজ্ঞাপন।

আজ আমার মহা আনন্দের দিন। পুনরায় যে আমি জনসমাজে অবতীর্ণ হইয়া, পাঠক মহাশয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমার এমন আশা ছিল না—তবে কেবল পরহিতকারী শ্রীবিপিনবিহারী শীল মহাশয়ের অনুগ্রহে আমার সে আশাও পূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে অশেষবিধ ধন্যবাদ দিতেছি। উপন্যাস লিখিয়া যে আমি বড় লোক হইব, কিম্বা জনসমাজে একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়া পরিচিত হইব, এমন আমার ইচ্ছা নহে তবে মৎপ্রণীত "ভুবন মোহিনী" পাঠে ...কে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এই সাহসে আবার আমি লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমার লেখনী বিনিঃসৃত পুস্তক খানি ভাল হইল কি মন্দ হইল, রুচি কি অরুচিপূর্ণ, তাহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না কারণ আমার কথা কে শুনিবে আমি অপরিচিত; আমার গ্রন্থখানি নায়ক বর্জ্জিত, কেবল নায়িকা লইয়াই আমার "সত্যবতী।"

এখন পাঠক মহাশয়গণের অনুগ্রহ তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমার উপন্যাস খানি পাঠ করেন ও ভুল সংশোধন করিয়া দেন

তাহা হইলেও আমি ক্রমান্বয়ে লিখিতে পারি। আমি পণ্ডিত নহি, রচনাশক্তিও আমার তাদৃশ নাই কেবল মনের ভাব এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম। ভাল মন্দের ভার পাঠক মহাশয়ের হস্তে।

দক্ষিণ বেটরা, হাওড়া। } গ্রন্থকার।
১৫ই ভাদ্র, সন ১২৯৮ সাল। } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সত্যবতী

(নায়ক বর্জ্জিত সামাজিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হত্যাকাণ্ড।

কলনাদিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর প্রায় দুই তিন ক্রোশ পূর্ব্বে নিকাশপুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পূর্ব্বকালে এই গ্রামে অনেক ধনবান লোকের বাস ছিল। অধুনা তাহার চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ পবিত্র কীর্ত্তির ছায়াবৎ কিছু২ দৃশ্যমান হয়। স্থানে স্থানে বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের আর তেমন সৌন্দর্য্য নাই। যদিও এখনও স্থানে স্থানে বড় বড় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহাতে গ্রামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া

দূরে থাকুক, বরং বিশ্রী ধারণ করিয়াছে। নিকাশপুরে আর ভদ্রলোকের বাস নাই। যে নিকাশপুরে এক সময়ে কত শত দীন দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইবার নিমিত্ত অতিথিশালা, দেবালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত ছিল এখন তাহার কিছুই নাই। যে সকল অট্টালিকা এখন বর্ত্তমান আছে, তথায় ভদ্রলোক জনের সমাগম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল সন্ধ্যা সমাগমে কামাতুর যুবক সকল সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উক্ত অট্টালিকা সকল আলোকিত করেন। গানবাজনা, মদিরা সেবন প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণীত কার্য্য এই সকল অট্টালিকায় সমাধা হইয়া থাকে। রজনী সমাগমে নিকাশপুর যেন রণরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে কিন্তু দিবাভাগে আর তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অট্টালিকা সকল যেন লোক জন শূন্য খাঁ খাঁ করিতে থাকে। পাঠক! আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই সকল অট্টালিকা বেশ্যাগণের বাস ভবন, অতি অপবিত্র স্থান। সন্ধ্যা সমাগমে বেশ্যাশক্ত যুবক সকল এখানে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করে ও রজনী প্রভাত হইলে যথাস্থানে পলায়ন করে।

মনোলোভা নাম্নী একটী পরমা সুন্দরী বেশ্যা আছে। বড় বড় ধনী যুবক এই মনোলোভার গৃহে গমন করেন। বহুব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া দরিদ্র যুবকেরা মনোলোভা সম্ভোগ করিতে পারে না।

একদা রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত। কাহার সাড়া শব্দ নাই। সকলেই নিদ্রিত। অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রযুক্ত মনোলোভার নিদ্রা না হওয়ায় একাকিনী বারাণ্ডায় বসিয়া মৃদুস্বরে যুবকজনমনোমুগ্ধকারী গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গীত শুনিলে বোধ হয়, যেন উষা সমাগত দেখিয়া কোকিলকুল সুমধুর স্বরে গীত গাহিতেছে। পাঠক! মনোলোভার কণ্ঠস্বর যথার্থই কোকিল-কণ্ঠ বিনিন্দিত। মনোলোভা আনন্দে বিভোর হইয়া এইরূপ প্রকারে রজনী দেবীকে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনাইতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ পার্শ্বের গৃহ হইতে—"মেরে ফেল্লে গো, কেটে ফেল্লে গো তোমরা কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস" ইত্যাদি হৃদয়-ভেদী শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, গান থামিল। তিনি চমকিত হইয়া দাসীকে ডাকিলেন। ডাকিবা মাত্রেই হেমলতা নিকটে আসিয়া বলিল "মা! আমাকে ডাক্‌ছিস্ কেন গা।"

মনোলোভা হেমলতাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "হেম! দেখ্‌তো পাশের ঘরে কে "মেরে ফেল্লে গো, কেটে ফেল্লে গো" বলে চীৎকার ক'রে উঠলো।"

দাসী ত্বরিত পদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া পার্শ্বের ঘরে গমন করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, বিনোদিনী ভূমি-শয্যায় শায়িতা, স্কন্ধদেশে এক

খানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ, তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তাহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, তাহার সংজ্ঞা নাই। দাসী ছুটিয়া আসিয়া মনোলোভাকে এই সম্বাদ দিল। তখন তুইজনে পুনরায় পার্শ্বস্থিত বিনোদিনী বেশ্যার গৃহে আসিয়া দেখিলেন বিনোদিনী আর নাই, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মনোলোভা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন কোন উপায় না দেখিয়া পুলিশে খবর দিতে লোক পাঠাইলেন। অনতিবিলম্বে পুলিশ নিকাশপুরে বিনোদিনী বেশ্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেশ্যা-গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে কি এর বিষয় জান? কে ইহাকে খুন করিল? কেন খুন করিল?" উপস্থিত বেশ্যা সকল ভয়ে ভীতা হইয়া কাঁদিতেং বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমরা এর কিছুই জানিনা।"

পরে মনোলোভা সভয়চিত্তে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমরা এর কিছুই জানিনা তবে নিদ্রা না হওয়ায় রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় আমি বারাণ্ডায় বসিয়া আছি। এমন সময়ে "মেরে ফেল্লে গো কেটে ফেল্লে গো" বলে কে চীৎকার করে উঠ্‌লো।" আমি এই শব্দ শুনতে পেয়ে, আমার দাসীকে

ইহার সন্ধান লইতে পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী কাঁদিতে২ গিয়া সংবাদ দিল যে বিনোদিনীকে কে হত্যা করিয়াছে। আমি দাসীর কথা শুনিয়া এখানে আসিয়া দেখিলাম যে সত্য-সত্যই খুন হইয়াছে। তখন কত অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কিছুতেই হত্যাকারীর অন্বেষণ করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে কি হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না।"

পুলিশ জিজ্ঞাসা করিলেন "এর বাটীতে কে কে আসে, আর আজ তাহারা আসিয়াছিল কি না জান?"

মনোলোভা বলিলেন "অনেক লোক আসে তার মধ্যে নগেন বাবু, সতীশ বাবু এই দুই জনকে 'আমি চিনি কিন্তু তাঁহারা আজ আসিয়াছিলেন কি না জানি না।"

পুলিশ বলিলেন "তাহাদের বাটী কোথায় জান?

মনোলোভা বলিল "না।"

পুলিশ এই সকল এজাহার লইয়া চলিয়া গেলেন এবং শববাহকদিগকে শব চালান করিতে হুকুম দিলেন। অবিলম্বে শববাহক সকল বিনোদিনীর 'মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেল। পাঠক! দেখুন এক দিন যে বিনোদিনীর পদ-সেবা করিবার জন্য কত শত ধনী-যুবক লালায়িত হইত আজ সেই বিনোদিনী নিতান্ত অনাথার ন্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কেহ তাহার জন্য এক বিন্দু অশ্রুপর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিল না তাই বলি বারবনিতার তুল্য নিরাশ্রয়া কামিনী এ ধরাধামে আর দ্বিতীয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈরাগ্য।

তাহার পর একদিন একরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আবার সূর্য্য উঠিয়াছে, জগতের আঁধার তিরোহিত হইয়াছে পক্ষী-গণ বৃক্ষ-ডালে বসিয়া কলরব করিতেছে; মনুষ্য প্রভৃতি জীব-জন্তু সকল জাগরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য স্থানে গমন করিতেছে। প্রভাকর-বিরহে একান্ত-কাতরান্তঃকরণা, সরসি-বালা, নলিনী-সুন্দরী প্রিয় কান্তের দর্শন মানসে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মৃদু-মন্দ-হাস্য করতঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে। সূর্য্য-কর-স্পর্শে সুমস্ত জীবগণ হাস্য-আস্যে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কাহার মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হইতেছে না জগতের জীব সকলেই সুখ-সাগরে ভাসমান। কেবল অদূর-

বর্ত্তী অট্টালিকায় একটী নব-যৌবন-সম্পন্না স্ত্রীলোক বিষন্ন বদনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন, তাঁহার মুখে যৌবন-সুলভ হাস্য নয়নে সে কটাক্ষ নাই। যে নয়ন একদিন কত শত যুবককে কুপথে লইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই নয়ন হইতে অবিরল অশ্রু বহির্গত হইতেছে। যুবতী নিরাসনে বসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন।

পাঠক মহাশয়! এই যুবতীকে বোধ হয় আপনি চিনিতে পারিয়াছেন ইনি আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা মনোলোভা বেশ্যা। গত পূর্ব্বদিনের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি ভাবিতেছেন, একদিন না একদিন আমাকেও ত এইরূপ প্রকারে মরিতে হইবে, তখন কেহ আমাকে আপনার বলিয়া স্পর্শও করিবে না। হায়! আমার শরীর অস্পর্শীয় মুদ্দফরাস দ্বারা দগ্ধীভূত হইবে। হায়২ আমি কি কু-কাজই করিয়াছি। বাল্যকাল হইতে কেবল রাশি২ পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, ভুলেও একদিন পুণ্যের পথে ধাবিত হই নাই। হায়! এখন করি কি? কোথা যাই? কে আমাকে রক্ষা করিবে। অন্তিম সময়ে কে আমার সহায় হইবে। ওঃ! পাপের কি ভীষণ যাতনা. সর্ব্ব-শরীর যেন দগ্ধী-ভূত হচ্ছে। আর ত যাতনা সহ্য হয় না। আঃ! হৃদয়! বিদীর্ণ হও। কেন আর পাপিনীর পাপ-দেহে অবস্থান কচ্ছ। আহা!

এককালে আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলের কুলবধূ হইয়া আমাকে এখন বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে ; ধিক্ আমার জীবনে। এইরূপে মনোলোভা বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন। এখন তাহার জীবনে আর আস্থা নাই। সদা-সর্ব্বদাই মৃত্যু-ভয়ে কাতর হইয়া হাহাকার করিতেছে। এমন সময়ে হেমলতা আসিয়া সংবাদ দিল অনাথ বাবু আসিয়াছেন, অনুমতি হয় ত, তাহাকে লইয়া আসি। কোন উত্তর নাই, সে কথা একেবারেই তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। দাসী নিকটে আসিয়া দুই তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবার পর তাহার চৈতন্য হইল। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন হেমলতা তাহাকে ডাকিতেছে। হেমলতাকে দেখিয়াই তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ক্রোধ সহকারে বলিলেন, পাপিনি! তুই দূর হ, আর তোর কোন কথা শুনিতে চাই না, তোর জন্যই আজ আমার এত দুর্গতি ; আর তোমার প্রলোভনে আমি ভুলিব না। তুই যা, অনাথ বাবুকে বল্‌গে যা, যে মনোলোভা আজ হইতে আর কাহাকেও তাহার গৃহে স্থান দিবে না।"

পাঠক মহাশয়! দেখুন, অসৎ সঙ্গের কত দোষ। পাপিনী হেমলতার সংসর্গে থাকিয়া মনোলোভার কত দুর্গতি। আপনারা পাপ সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করুন। মঙ্গল হইবে।

দাসী অপ্রতিভ হইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিল এবং অনাথ বাবুর সমীপে আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। অনাথ এই কথা শুনিয়া রোষপরবশ হইয়া অন্যস্থানে গমন করিল। দাসী ফিরিয়া আসিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইতে লাগিল ও কত সান্ত্বনা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই মনোলোভার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রলাপ।

যামিনী গভীরা, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, কাহারও সাড়াশব্দ নাই। নৈশ-গগণে তারকারাজি সমভিব্যাহারে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, অসংখ্য নক্ষত্রমালা শশধরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, মৃদুমন্দ পবন বহিতেছে, সরোবরে কুমুদিনী প্রিয়কান্তের উদয় দর্শন করিয়া প্রেমভরে হাসিতে২ সরসী-সলিলে এদিক ওদিক অঙ্গসঞ্চালন করিতেছে, যামিনী দেবী আভিসারিক মন্ত্রে পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়া নিজ নায়কের

নিকট মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে, মনে করিতেছে যে এমন সুখের দিন আর হইবে না। চন্দ্র হাস্‌চে, নক্ষত্রগণ হাস্‌চে, পৃথিবী হাস্‌চে, মধুর হাসি চতুর্দ্দিকেই বিকীর্ণ করিতেছে, কুঞ্জে২ অসংখ্য প্রসূনাবলী প্রফুটিত হইয়া জগতের অপূর্ব্বশোভা সম্পাদন করিতেছে। সকলেই শান্তিময়ী নিদ্রার কোমলক্রোড়ে নিদ্রিত। কেবল মনোলোভার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবল পাপের তাড়নায় বিতাড়িত। রাত্রে নিদ্রা নাই, প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। মনোলোভা জানালার সম্মুখে বসিয়া কি ভাবিতেছে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্টা হইয়াছে। পার্থিব জিনিব আর তাঁহাকে ভাল লাগে না। এখন ধর্ম্মতেজে তাহার হৃদয় পূর্ণজ্যোতির্ম্ময় বেশ্যা-ভবনের বিভীষিকায় তাহার হৃদয় ক্ষণে২ কাঁপিয়া উঠিতেছে। কুলটাগণের বিপরীত কুরীতি ও নারিচরিত্রের অপব্যবহারের বিষয় দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে। মনোলোভা গবাক্ষ-সম্মুখে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা।

ধন্য মনোলোভা! আজ তুমি যে চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছ, তাহাতে ভগবান অচিরে তোমায় এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিবেন। মনোলোভা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। রাত্রিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইবার কোন

সুবিধা না দেখিয়া পরদিন প্রাতে বিবাগী হইয়া যাইবেন এই স্থির করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন।' বহুক্ষণ চিন্তার পর শয়ন করিবামাত্রই তাঁহার নিদ্রা আসিল। তিনি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে তার মৃত স্বামী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে "পাপিনি! তোর ইহকাল নাই, পরকাল নাই; তুই চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করবি। তোর মুক্তির আর কোন উপায় নাই তবে যদি আজ হইতে ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিস্ তাহা হইলে কতকটা যন্ত্রণার লাঘব হইলেও হইতে পারে।"

মনলোভার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন "হাঃ! প্রাণেশ্বর! প্রাণবল্লভ! একবার দেখে যাও, আমার পাপের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে আর সহ্য হয় না। নাথ! একবার তোমার চরণ দুখানি দাও! নারী জন্মের অমূল্য নিধি, একবার এস, নাথ! তোমার চরণ সেবা ক'রে আমি জন্ম সার্থক করি! হায়! হায়! আরত দেখা দিলেন না। এতক্ষণ বেস ছিলাম কোন বিঘ্নই ছিল না। কে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। হায়! নিদ্রাবশে আমার হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে পেয়েছিলাম। হৃদয়েশ্বরকে পেয়ে মনে করেছিলাম আশা মিটাইয়া সেই অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিব। হা ঈশ্বর! কেন তুমি নিদ্রায় পর জাগরণ

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ওঃ! অশেষ যন্ত্রণা! আর সহ্য হয় না। হৃদয় জ্বলে গেলো, প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করচে। আঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হও। আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দিতেছ। ওহো! বুঝেছি! তুইও আমার বিপক্ষ, এখন বিপক্ষদলনকারী অস্ত্রই আমার সহায়।" এই বলিয়া মনোলোভা একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বিনোদিনি! দেখ্, তুই পরের হাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিস্। মনোলোভা আজ নিজেই নিজের প্রাণ বিনষ্ট কর্‌বে।" এই বলিয়া যেমন হৃদয় বিদ্ধ করিতে যাইবেন। অমনি সহসা তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, কে যেন বাধা দিয়া বলিল "মনোলোভা! এত পাপ করিয়াও তোমার আশা মেটে নাই। পুনরায় আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছ। আত্মহত্যা যে মহাপাপ!" মনোলোভা ছুরিকা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আহা! আমি কি দেখিলাম? আবার সেই মুখখানি, আহা! প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গ, প্রশান্তমূর্ত্তি প্রাণেশ্বর অমিয় জড়িত স্বরে বলিলেন—"আত্মহত্যা মহাপাপ।" 'না নাথ! আমি আর আত্মহত্যা কর্‌বো না যখন তুমি আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমায় বাধা দিলে তখন আমার কি সাধ্য যে তাহা অবহেলা করি? হৃদয়েশ! একবার একবার আলিঙ্গন দাও আমার পাপপরিপূর্ণ দগ্ধ হৃদয় শীতল হউক।" এই বলিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধরিতে গেলেন কিন্তু আশা ফলবতী হইল না। তখন

শোক ও দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনরায় ছুরিকার সাহায্য লইতে গেলেন। কিন্তু সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়াছে দেহে বল নাই, বাহুতে সে শক্তি নাই। মনোলোভা আর দাঁড়াইতে পারিল না। দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভূমে পড়িয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কত প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুরু দর্শন।

দৈবমায়া কে বুঝিতে পারে? এই প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল দৈব কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতেছে। এই মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই লোকে সুখ, দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের অধিকারী হয়।

গ্রীষ্ম কাল। বেলা প্রায় প্রহর অতীত। অত্যন্ত তেজস্কর ভাস্কর। নিকাশপুরের রাজপথ সকল লোকজনশূন্য। মাঠে রাখাল বালকগণ তাহাদের ধেনু বৎসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আনন্দ দেখে কে? ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রচণ্ড রৌদ্রে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে।

তথাপি আনন্দে বিভোর। বৃক্ষতলে চেলখণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন অথবা শয়ন করিয়া করতালি সহকারে কেমন গীত গাহিতেছে! বৃক্ষ সকল নীরব। যেন তাহাদের গীত শুনিবার নিমিত্ত এবম্বিধ ভাব ধারণ করিয়াছে। এই মর জগতে কৃষক ও রাখালগণই প্রকৃত সুখী। এমন সুখ আর কোথাও নাই। এই ভয়ানক রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া সহসা একজন ব্রাহ্মণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তথাকার একটী বৃক্ষ-তলায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গসৌষ্ঠব অতীব পরিপাটী। নাতি স্থূল, নাতি কৃশ, তপ্তকাঞ্চন সদৃশ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, সুন্দর মুখমণ্ডলে যেন চিরশান্তি বিরাজিত, বিশাল ললাট মাঝে সুদীর্ঘ চন্দনের তিলক; পরিধানে গেরুয়া বসন, পবিত্র নামাবলীদ্বারা কান্তিবিশিষ্ট দেহখানি আবৃত, দেখিলেই মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মণ বৃক্ষতলে বসিয়া উত্তরীয় নামাবলী সহকারে বীজন করিতে লাগিলেন। মুখে কেবল "মা কালী তরাও, মা কালী তরাও" প্রভৃতি গম্ভীর শব্দ বহির্গত হইতেছে। ব্রাহ্মণ বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পাঠক! এখন চলুন, একবার মনোলোভার গৃহে যাই। দেখি, তিনি কি অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনোলোভার বিষয়ে আশক্তি নাই, আহার বিহারে আস্থা নাই, দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, শয়নে, স্বপনে,

আগমনে কেবল "হায় আমার কি হবে, কে আমাকে রক্ষা করবে" প্রভৃতি কাতরোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। এখনও মনোলোভা স্নান-আহার করেন নাই, সদা সর্ব্বদা কেবল চিন্তা করিতেছেন, কিসে আমি এই পাপ হইতে মুক্ত হইব, কিসে আমার সদ্গতি হইবে। আর অনবরত কৃত-পাপের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। প্রকৃত বৈরাগ্যের সমুদয় লক্ষণ আজ মনোলোভাতে বর্ত্তমান। এই সময়ে ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। মনোলোভা চমকিত হইয়া বলিলেন—"এঁ্যা আজকের দিনও ফুরাইল। ক্রমে ক্রমে আমারও জীবনের গণা দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। কিন্তু হায়! কিছুইত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। তবে কি আমি নিরুপায়। আমার কি উদ্ধারের উপায় হবে না!" এই বলিতে বলিতে মনোলোভার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। ধরাসনে বসিয়া পুনরায় ভাবমগ্না হইলেন অনেকক্ষণের পর প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"আচ্ছা! আমিত অনেক স্থানে পড়িয়াছি যে."সৎসঙ্গে স্বর্গ"তবে আর কেন? সাধু সঙ্গ অন্বেষণ করি না, তাঁহারাত পরম দয়ালু, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অবশ্যই মুক্তির উপায় বলিয়া দিবেন। এই স্থির নিশ্চয় করিয়া মনোলোভা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বারাণ্ডায় আসিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে২ হঠাৎ সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর, গৈরিক বসনপরিধারী ব্রাহ্মণকে

দেখিতে পাইলেন। দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল, যেন হতাশের মধ্যে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, পাপবিদগ্ধ অন্তঃকরণে যেন কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন।

মনোলোভা আহ্লাদিত অন্তঃকরণে নিম্নতলে আসিয়া তাঁহার দাসী হেমলতাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কুটিল অন্তঃকরণা হেমলতা নিকটে আসিয়া বলিলেন"কেন মা! আমাকে ডাক্‌ছ?"

মনোলোভা হেমলতাকে নিকটে দেখিয়া সসব্যস্তে বলিলেন, "দেখ হেম! বৃক্ষতলায় ঐ যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরটী বসিয়া আছেন, ওঁকে মিনতি করিয়া এই স্থানে ডাকিয়া আনিতে পার?"

হেমলতা মনেং করিল,"তবে আর কি? পুনরায় মনোলোভার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে. পুনরায় পর পুরুষের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে। কাহারও অপমৃত্যু দেখিলে কিম্বা শবদাহ স্থলে উপনীত হইলে, প্রায় লোকের ঐরূপ শ্মশান-বৈরাগ্য হইয়া থাকে এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আবার সব ভুলিয়া যায়। এসকল সুখ, ঐশ্বর্য্য ভুলা কি সহজ কথা?" কিন্তু পাপিনী হেমলতা-ত জানে না যে এ বৈরাগ্য। শ্মশান-বৈরাগ্য নয়। এ বৈরাগ্য যথার্থই সংসারবৈরাগ্য, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ। এ অনুরাগ মানব মনে স্থান পাইলে আর ভাবনা কি? ইহার আনুসঙ্গিক সাত্ত্বিকীর উপকরণ আপনিই আসিয়া যুটিবে। তাই আজ মনো-

লোভা বিনা আয়াসে, তাহার গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। তাই তিনি হেমলতাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। প্রফুল্লিতা হেমলতা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যথায় ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন তথায় আসিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"ঠাকুর! একবার অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ী যেতে হ'বে। আমাদের কর্ত্তঠাকুরাণী আপনাকে দেখ্‌বার জন্ম অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। অনুগ্রহ করে তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ ক'র্‌লে বড় বাধিত হই।"

ব্রাহ্মণ সম্মুখে হেমলতাকে দেখিয়া কাহারও কুলকামিনী মনে করিয়া বিনীতভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মা! তোমাদের বাড়ী কোথা, তোমাদের কর্ত্তঠাকুরাণী কেন আমাকে ডাক্‌ছেন?"

হেমলতা বলিলেন, "ঠাকুর! কেন ডাক্‌ছেন আমি জানি না, আপনি একবার চলুন, ঐ আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্চে।"

হেমলতার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন ও নতশিরে বলিলেন. "দেখ মা! ও অস্পর্শীয় স্থান বেশ্যালয়, ও স্থানে যাইলে আমাদের মর্য্যাদার লাঘব হইবে ও লোকে দেখিলে আমাদের চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে অতএব সে স্থলে আমি কোন প্রকারে যাইতে পারিব না।"

দাসী হেমলতা এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিল—"ঠাকুর! যদি যাইতে বাধা না থাকে তাহা হইলে

চলুন তিনি আপনাকে দেখ্‌বেন ব'লে এখনও্ত আহারাদি করেন নাই।" ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা চল মা. তিনি কি বলেন শুনে আসি।" এইকথা বলিয়া ব্রাহ্মণ হেমলতার সহিত গমন করিলেন ও কিছুক্ষণ পরে মনোলোভার গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। মনোলোভা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কাঁদিতে২ তাঁহার পদতলে পড়িলেন। অশ্রুজলে যেন ব্রাহ্মণের পদধৌত করিলেন। পরে গলায় বসন দিয়া বলিলেন "ঠাকুর! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আপনিই আমার শ্বশুর কুলের গুরু। আপনি আমার পরিত্রাণের উপায় বলুন। নতুবা আমি আপনার সমক্ষে এই পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" ব্রাহ্মণ মনোলোভাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া বলিলেন "মা! স্থির হও। পুর্ব্বে তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায় ছিল. তোমার শ্বশুরের নাম কি বল?" এই বলিয়া অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:(*):—

মনোলোভার পরিচয়।

ব্রাহ্মণের আশ্বাস বাক্যে মনোলোভা কতক পরিমাণে সান্ত্বনা হইয়া বলিলেন,—"গুরো! আমি আপনাকে চিনেছি, আপনিই আমার পরম পবিত্র শ্বশুর কুলের গুরু ও আমার আরাধ্য দেবতা। আমি আপনার এই অভয় চরণে আশ্রয় লইলাম। ঠাকুর! দয়া ক'রে এই পাপিনীর কিসে সদ্গতি হয়, তাহার উপায় বলে দিন, নতুবা আমি আপনার সমক্ষে এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়,ঠাকুর! যে দিন হইতে আমি বিনোদিনীর মৃত্যু ও তাহার সোণার অঙ্গ অস্পর্শীয় ঘাতুকগণ কর্ত্তৃক দগ্ধীভূত হইতে দেখিয়াছি, গুরো! সেই দিন হইতেই আমার সমস্ত বাসনা দূরীভূত হইয়াছে। আর আমার পার্থিব পদার্থে মন আকৃষ্ট হয় না। কেবল বাল্যকাল হইতে রাশি২ পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, অমৃত বোধে বিষম হলাহল পান করিয়া, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। ঠাকুর! আপনার পদধুলি স্পর্শে এতক্ষণ বেশ ছিলাম। গুরো! পুনরায় জ্বালা আরও বেড়ে

উঠ্‌লো, আর সহ্য হয় না। আমি গেলাম, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা। দেহ কাঁপ্‌ছে। উঃ জ্বলে গেলো, জ্বলে গেলো। ঠাকুর! রক্ষা কর?" এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া মনোলোভা পুনরায় গুরু-পদতলে পড়িয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় তুলিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না। তখন কথঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া মনেং বলিতে লাগিলেন, "ওঃ! পাপের কি ভীষণ যন্ত্রণা! আহা! এমন সোণার দেহ, পাপস্পর্শে যেন কতই ম্লান হয়েছে। পূর্ণ শশধরকে যেন কাল রাহুতে গ্রাস করেছে। একে স্পর্শ কল্লেও পাপ হয়। কিন্তু কি করি; যখন শরণাগত এবং আমার শিষ্য বলে পরিচয় দিচ্ছে, তখন এর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে একটা উপায় বিধান করা নিতান্তই কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মনোলোভা গাত্রোত্থান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুর! কেন আবার আমার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। আমি আপনার ঐ সুশীতল চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে বেশ সুখে ছিলাম। ওরো! আমার সমস্ত দেহ জ্বলে গেলো। ঠাকুর! আর সহ্য করতে পারিনে। দয়া ক'রে একটা উপায় বলে দিন নতুবা শীঘ্রই আপনাকে স্ত্রী-হত্যা দেখ্‌তে হবে।" এই বলিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

মনোলোভার সকরুণ বাক্যে ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া বলিলেন,

"মা! স্থির হও, কোন চিন্তা নাই। তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও মা! দেখি যদি কোন উপায় উদ্ভাবন কত্তে পারি" মনোলোভা বলিলেন—"গুরো! আর কেন দগ্ধ-হৃদয়ে ঘৃতাহুতি দেন, আর কেন এ পাপিনীর জীবন বৃত্তান্ত শুন্‌তে ইচ্ছা কচ্ছেন। হায়! আমা হতেই সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মণকুল কলঙ্কিত হয়েছে। ঠাকুর! ক্ষমা করুন, আর কাজ নাই।" ব্রাহ্মণ সস্নেহে বলিলেন—"মা! ভয় কি, বল, তোমার শ্বশুরকুলের আদি বৃত্তান্ত শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে। বল মা, তোমার কোন ভয় নাই।"

মনোলোভা কাতরস্বরে বলিলেন—"গুরো! যদি একান্তই শুনিতে বাসনা, তবে শুনুন কিন্তু নিজগুণে এ স্নেহপালিতা কন্যাকে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া অধোমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক মহাশয়! আমরাও এই মনোলোভার বিষয়ে বিশেষ কিছু অবগত নহি, অতএব আসুন, এই অবসরে একবার প্রকৃত পরিচয় লওয়া যাক্।

মনোলোভা বলিলেন—"আমার পিতার নাম নীলকান্ত রায়, বাড়ী বাসুদেবপুর। আমিই পিতার একমাত্র কন্যা। আর তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। আমি বাল্যকালে পিতা-মাতার অত্যন্ত সেবা করিতাম ও ভুলেও মিথ্যা কথা কহিতাম না। এই জন্য পিতা মাতা আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন ও আদর করিয়া মা আমার নাম রাখিয়াছিলেন "সত্যবতী"

কিন্তু হায় ঠাকুর! এই পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এমন পবিত্র, পুণ্যময় নামের পরিবর্ত্তে এই অপবিত্র, লম্পটমনোমুগ্ধকারী কৃত্রিম "মনোলোভা" নাম ধারণ করিয়াছিলাম, পরে আমি বিবাহ উপযুক্তা হইলে নিকাশপুরের জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমার বিবাহ হয়।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিবাবুর সহিত তোমার বিবাহ হয়? তুমি নিধিরামের পুত্রবধূ? আচ্ছা মা,তার পর মনোলোভা বলিলেন,"ঠাকুর! আমি গুণধর স্বামী-সহবাসে পরমসুখে কালযাপন করিতেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, করালকৃতান্ত আমার সে সুখে বাধ সাধিল—একদিন আমার তামসী যামিনী, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না এমন সময়ে নির্ম্মম কাল সর্প রূপে আমার পূজ্যপাদ স্বামীকে গ্রাস করিল। হায়! আমার যৌবন-কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই আমাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা সাগরে ভাসাইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই দুর্ব্বিসহ শোকদুঃখে অস্থির হইয়া আমি তিন চারি মাস অতিবাহিত করিলাম। পরে এক দিবস বসন্ত ঋতুর সন্ধ্যা সময়ে আমার সহচরী হেমলতা সমভিব্যাহারে ছাদের উপর বসিয়া আছি। সহসা একটী কোকিল কুহু কুহু করিয়া উঠিল। ঐ স্বর শুনিয়া আমি একেবারে অধৈর্য্য হইলাম। দুর্দ্দান্ত বলবন্ত অনঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আমার দেহ অধিকার করিল। আমি নিষ্ঠুর

মদনের কুলশরে একান্ত কাতর হইয়া—"হা নাথ! তুমি কোথা গেলে, তোমা বিহনে তোমার চিরদাসী অভাগিনী সত্যবতীর কি দুর্দ্দশা হয়েছে, একবার দেখে যাও।" এই বলিয়া কত বিলাপ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার অন্তঃকরণে কুঅভিসন্ধির আবির্ভাব হইতে লাগিল। একে পাপ মনের গতি পরিবর্ত্তন, তাতে আবার কুটিলা সহচরী হেমলতার কুমন্ত্রণায় আমাকে মুগ্ধ হইতে হইল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই রাত্রেই পাপিনী হেমলতার সহিত এ নিকাশপুরে আসিয়া কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছি। কিন্তু সে দিন বিনোদিনী নাম্নী একটী বেশ্যার অপমৃত্যু দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হইয়াছে। গুরো! আমার এ সকল বিষয়ে ইচ্ছা নাই। সদা সর্ব্বদাই যেন আমার হৃদয়ে এক ভয়ানক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ঠাকুর! এ পাপিনীর কি আর কোন উপায় নাই? আপনিত আমার শ্বশুর কুলের গুরু, অতএব আমারও গুরু; শুনেছি গুরুর কৃপা হইলে জীব সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, ঠাকুর! আর কেন, একবার দয়া করে এ পাপিনীর একটী উপায় স্থির করুন নতুবা আমি নিশ্চয়ই এ পাপদেহ ত্যাগ কর্ব্বো।"

ব্রাহ্মণ পুনরায় সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"মা! তোমার

নাম ছিল "সত্যবতী" তবে "মনোলোভা" কোথায় পাইলে?

এবার আর তিনি থাকিতে পারিলেন না চিৎকার করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! যে দিন হইতে আমি এই পাপসমুদ্রে ঝাঁপ দিই সেই দিন হইতে কলঙ্কিনী হেমলতা ঘোষণা করিয়া দিল যে—"মনোলোভা নাম্নী একটী পরমাসুন্দরী বেশ্যা এখানে আসিয়াছে। ইনি যথার্থই মনোলোভা। ঠাকুর! সেই দিন হইতে সকলেই আমাকে ঐ নামে ডাকিয়া থাকে।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক! দেখুন, কুসংসর্গের কত দোষ। সংসর্গ দোষেই সদ্বালা সত্যবতী ঘৃণিত মনোলোভা নামে অভিহিত হইয়া অতি নীচ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সরল অন্তঃকরণের এমনি গুণ; সাধুসঙ্গের এমনি অসীম শক্তি যে, আজ সত্যবতীর মন ঐশ্বরিক প্রেমে মত্ত হইতে বাসনা করিতেছে, সামান্য প্রেম আর তাহার ভাল লাগিবে কেন? যাই হউক পাঠক মহাশয়! আপনারা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে ভ্রমণ করুন আর এক একবার এই মনোলোভা বেশ্যার কথা মনে করিবেন। এখন মনোলোভা আর মনোলোভা নাই এখন তাহার পবিত্র "সত্যবতী" নাম আমরা পাইয়াছি অতএব এখন তাঁহাকে আমরা ঐ নামেই আহ্বান করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! তুমি যে গুরুতর পাপ করিয়াছ ইহার প্রায়শ্চিত্ত আমি কিছুই স্থির কর্ত্তে

পাচ্ছি না। তবে একটী কঠিন উপায় আছে যদি পালন করতে পার তবেই হয়।" সত্যবতী আগ্রহ সহকারে বলিলেন,"ঠাকুর! আপনি বলুন; আমায় যদি প্রাণ দিলেও তাহা পালন করিতে পারি, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

গুরু সত্যবতীর আগ্রহ দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ মা! এই সমস্ত বিষয় বৈভব কোন ব্রাহ্মণকে দান করে. যদি ভিখারিণী বেশে পুণ্যময় কাশীধামে গমন কর্ত্তে পার, তথায় যদি সেই আদ্যাশক্তি, পতিতোদ্ধারিণী ভগবতীর প্রসাদ লাভ কর্ত্তে পার তবেই এই পাপের শান্তি হবে নতুবা আর উপায় নাই। মা! তিনি করুণাময়ী অবশ্যই তোমায় দয়া করবেন, আর কালবিলম্ব করো না। কল্য প্রাতেই তুমি কাশী রওনা হয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দানপত্র।

গুরুর এবম্বিধ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া সত্যবতীর আর আনন্দ ধরে না। অদ্য সত্যবতীকে দেখিলেই বোধ হয় ইনি যথার্থই আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়াছে, আর দুঃখের লেশমাত্রও নাই। সত্যবতী কিয়ৎক্ষণ পরে গললগ্নিকৃতবাসে বলিলেন, "এ সকল অনিত্য, দুঃখের আকর অপবিত্র দ্রব্য আপনিই গ্রহণ করুন আমার আর পার্থিব জিনিসে আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া কাগজ, কলম, মসীপাত্র প্রভৃতি লিখনোপযোগী দ্রব্য সকল আনয়ন করিয়া দানপত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক! সত্যবতীর বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ রূপে অধিকার ছিল। অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে তিনি অনেক ভাল ভাল বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পত্রাদি লিখিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

দান পত্র সমাপ্ত করিয়া সত্যবতী বলিলেন—"ঠাকুর! এই গ্রহণ করুন," এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ দান পত্র হস্তে করিয়া পাঠ করিলেন। দান পত্র এই ——

অদ্য হইতে আমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী আমার গুরু—পূজ্যপাদ রামরতন শিরোমণি মহাশয় ইহার যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন। আমি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই যৎসামান্য বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। ইতি সন ২৫এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৪৫ সাল।

অনুগতা দাসী

শ্রীমতী সত্যবতীদেব্যা।

রামরতন শিরোমণি শিষ্যার ঈদৃশ "ত্যাগ স্বীকার" দর্শনে পরম পুলকিতচিত্ত হইয়া বলিলেন "মা! অচিরেই তুমি সকল যন্ত্রণা হতে মুক্ত হবে, কোন চিন্তা নাই। অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম কর কল্য প্রত্যূষে মনের আনন্দে ৮ কাশীধামে গমন করিও।"

সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরো! কাশী কোন দিক দিয়া যাইতে হয়, কাশী কিরূপ স্থান, তথায় কোন্ কোন্ দেবতা বিরাজ করিতেছেন।"

রামরতন উত্তর করিলেন "মা! কাশী স্বর্ণময়ী পুরী, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের লীলা স্থান। অন্নপূর্ণা কাশীবাসীর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বয়ং অন্ন প্রস্তুত করেন ও স্বহস্তে আহার করা'ন।

কাশীতে কেহই অনাহারে থাকে না। মা অন্নদা সর্ব্বদা সময়ে সকলকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করেন। প্রত্যহ মণিকর্ণিকার ঘাটে তেত্রিশ কোটী দেবতা স্নান করেন ও অন্নপূর্ণার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া জীবনের পথ মুক্ত করেন। মা! যে স্থানে এই সমস্ত দেখিবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিবে। তাহা হইলেই, তোমার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইবে ও অন্তে তোমার পরম গতিলাভ হইবে।"

সত্যবতী বলিলেন—"গুরুদেব! তবে কি এ পাপিনী সত্যসত্যই সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে? হায়! আজ আমি ধন্য হলেম, গুরুর কৃপায় কৃতার্থ হলেম।" এই বলিয়া সত্যবতী হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি যত্নসহকারে সত্যবতী একটী মনোহর শয্যা প্রস্তুত করিয়া গুরুকে আহ্বান করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে আর জাগরিত থাকা অবিধেয় বিবেচনায় রামরতন শয়ন করিলেন। সত্যবতী গুরুর পদসেবায় নিযুক্তা রহিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। সকলেই নিদ্রিত। সত্যবতীর নিদ্রা নাই। গুরুবাক্য অবহেলা করিলে নরকে যাইবে এইজন্য তিনি এখন পাপ গৃহে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহ বহির্গমন।

ক্রমে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিক রক্তিম রাগে-রঞ্জিত করিয়া উদিত হইতেছেন, কমলিনী তাহা দেখিয়া সরোবর মাঝে হাস্যমুখে প্রস্ফুটিত হইতেছে, বসন্তের কোকিল রাজ আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য কুহু রবে সাড়া দিতেছে, বৃক্ষগণ আপনাদের সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত করিয়া যেন ঋতুরাজ বসন্তকে উপহার প্রদান করিতেছে। প্রাতঃকালে বসন্তের মনোহর প্রভাবে নিকাশপুরের চারিদিক মনোহর শোভায় সুশোভিত হইল।

প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া সত্যবতী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে গুরুকে সাত বার প্রদক্ষিণ করতঃ গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"গুরো! পাপিনী সত্যবতী আপনার আদেশে শান্তিসুখানুভব করিতে কাশীধামে গমন করিতেছে। দেখো ঠাকুর! আমার মনস্কামনা যেন সিদ্ধি হয়। পাপিষ্ঠা হেমলতা! দেখ, আজ সত্যবতী আর

ঘোর প্রলোভনে মুগ্ধ হইবে না। সে আজ গুরুর কৃপায় সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে।" এই বলিয়া মনের আনন্দে গুণ গুণ স্বরে এই গীতটী গাহিতে গাহিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গীতটী অতি পরিপাটীঃ—

রাগিণী বৈষ্ণবী রামকেলী—তাল একতালা।

কেন ওরে মন, এভাব ধারণ,
করিছ এখন বিবেকের স্থানে।
ভ্রমে অচেতন, হওনারে মন,
ভুলনা ভুলনা মায়া প্রলোভনে॥
যদি পাবে ত্রাণ, ত্যজ অভিমান,
অর্প তব মন জননী চরণে।
সুখেতে ভাসিবে, উল্লাসে হাসিবে,
জীবন কাটাবে আনন্দিত মনে।
পাপ তাপ ভয়, সব হবে ক্ষয়,
ত্রিদিব বরণীর চরণ ধ্যানে।
তিনি মুক্তকেশী, শত্রু দলে নাশি,
করিবেন মুক্ত এ ভব বন্ধনে।

ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া হাবড়ার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিরথীর শ্বেত-সলিলের তরঙ্গ-খেলা দেখিয়া সত্যবতী ভক্তিসহকারে বলিলেন—"মা পতিতোদ্ধারিণি। পাপিনী সত্যবতী আজ পাপভার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তোমার মুক্তিময় সলিলে অবগাহন করিতেছে। দেখ মা! আর আমার কেহই নাই। এই বলিয়া পুণ্যদা গঙ্গার পুণ্য-সলিলে অবগাহন করিলেন। এই সময়ে একটু মৃদু পবন বহিল। তাহার কম্পনে কমল কাঁপিল বলিয়া ভ্রমর ও মধুকর বৃন্দ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, চূতশাখা কাঁপিল বলিয়া বসন্ত-কোকিল পঞ্চম স্বরে কুহু কুহু করিয়া উঠিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে সত্যবতীর অবস্থান্তর হইল। বিনোদিনীর হত্যার পূর্ব্ব দিনে তিনি যে আনন্দে ঐ কুহুরব ও ভ্রমরের ঝঙ্কার শুনিয়াছিলেন, অদ্য তাহার হৃদয়ে আরও কোন নবীনভাব ঐ সমস্তে প্রকাশ করিল।

কবিগণের মতে কুহুরব, মলয় পবন ও ভ্রমরের ঝঙ্কার বিরহীর নিরানন্দের বস্তু ও পরম শত্রু। যথার্থ কি তাহারা অপরের পক্ষে আনন্দের বস্তু ও বিরহীদের শত্রু। তাহা নয়, বিরহীদের পক্ষেও তাহারা তদনুরূপ আনন্দ প্রদান করে। তবে প্রভেদ এই যে, বিরহীদের অন্তঃকরণ মহা অভাবে পরিপূর্ণ, সেই সকল অভাব দূরীভূত না হইলে কুহুরব, মলয় পবন ও ভ্রমর ঝঙ্কার ভাল লাগিবে না। সেই কারণেই উহারা শত্রু।

সেই হিসাবে সত্যবতীর পক্ষে কুহুরব, মলয় পবন, ভ্রমরের ঝঙ্কার আজ ভাল লাগিল না। কোকিল পুনরায় ডাকিল—কুহু; তাহার পঞ্চমী তানে বৃক্ষ সকল কাঁপিল, সকলে হাসিল, সত্যবতী আনন্দ অনুভব করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে মহা অভাব উপস্থিত, তাহা পূর্ণ না হইলে কুহুরব ভাল লাগিবে না।

সত্যবতী ঘাট হইতে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্রে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া, তিনি একটী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা! কাশী, কোন পথে যাব?" লোকটী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মা! এ বয়সে তুমি কাশী গিয়ে কি করবে। তোমার কি এখন কাশী যাবার সময় হয়েছে মা?"

সত্যবতী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! কাশী যাবার কি আবার সময় অসময় আছে, যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই যেতে পারা যায়। মহাশয়! এখনও অঙ্গ সবল আছে, এইত কাশী যাবার উত্তম সময়, বৃদ্ধ বয়সে যখন মৃত্যু ভয়ে অন্তঃকরণ কাতর হবে, তখন কাশী যাওয়া বৃথা।" লোকটী তাঁহাকে পাগল বলিয়া কত উপহাস করিতে লাগিল কিন্তু তিনি তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পালিখার সদর রাস্তা ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী।

তাহার পর উপর্য্যুপরি চারি পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে। আবার প্রাতঃকাল হইয়াছে। প্রভাকর মৃদুমন্দ কিরণজালে জড়িত হইয়া উদিত হইতেছে। সূর্য্যকরস্পর্শে সকলেই আনন্দিত মনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছেন। কেবল দীনবেশা, আশ্রয়হীনা, অভাগিনী সত্যবতী সমস্ত দিনের পর কালসন্ধ্যা কালে যেরূপ শ্রান্ত,ক্লান্ত, ম্লানমুখে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজও সেইরূপ ম্লানমুখে সেই স্থানেই বসিয়া আছেন। সে মুখে আর হাসির রেখা নাই, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। সত্যবতীর হতাশ হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত রূপ একটী মহা আশার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আজ কিছু ভাল লাগিতেছে না, তাই আজ তাঁহার মুখে হাসি নাই। কেবল আপনার মুক্তি চেষ্টায় কাশীর পথ অন্বেষণ করিতেছেন। ক্রমে অল্প অল্প রৌদ্র ফুটিল, গাছের পাতা রাশীর মধ্য দিয়া একটু একটু রোদ আসিয়া সত্যবতীর বিষাদময়ী মুখ খানির উপর পড়িল। সত্যবতী তাহা

হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এখন কোথায় যাই, কোন দিক দিয়া যাইলে কাশীধামের রাস্তা পাইব, গ্রামের ভিতর দিয়া যাইলে, পাছে অন্য কোন নূতন বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। কিন্তু লোকালয়ে না গেলেও ত আর উপায় নাই। আজ তিন সন্ধ্যা অতীত হইল, অনাহারে রহিয়াছি, কিছু না খাইলেও ত আর জীবন রক্ষা হয় না। আচ্ছা, সত্যবতীর মত কষ্টকর জীবন না থাকিলে কি কোন ক্ষতি আছে? অদৃশ্যে কে যেন উত্তর করিল "আছে বৈকি! আত্মহত্যা যে মহাপাপ।" সত্যবতী কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন পরে আবার বলিলেন, "পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করিয়া এ জন্মে এত কষ্ট পাইলাম, আবার পাপ করিব? না কখনই নয়! কষ্ট সহ্য না করিলে কি পুণ্য উপার্জ্জন হয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে, কষ্ট না কর্‌লে সুখ হয় না। কেন দুঃখের জন্য আত্মহত্যা করিব, এ দুঃখ সহ্য করাই ভাল, কিন্তু খাব কি, কোথায় আশ্রয় পাইব? ভিক্ষা করিব—কেমন করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় তাত জানি না, নগরে নগরে ভিক্ষা কর্‌তে হবে, হয়ত কত লোক কত কটু কথা বল্‌বে, কত উপহাস কর্‌বে, কত মন্দ কথা শুন্‌তে হবে—এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আবার আপনাআপনিই চুপ করিলেন, ভাবিলেন; দেখি, কতদূর কি হয়, মরণের পথও ত কঠিন নয়। শেষে ভাবিলেন, এখন গ্রামের

ভিক্ষয় যাই, কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিগে, নাহলে পাপ উদরে দিব কি?

এমন সময়ে একটী বৈষ্ণবী সেই গাছতলা দিয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিল, সত্যবতীকে দেখিয়া বলিল, "তুমি কাদের মেয়ে গা? একলা গাছতলায় বসে কেন?" সত্যবতী শিহরিয়া উঠিল বলিল—"আমি ভিখারিনী।" বৈষ্ণবী বলিল "ভিক্ষা করিতে যাইবে কি?" সত্যবতী বলিলেন—"হাঁ ভিক্ষা করিতে যাইব বৈ কি।" বৈষ্ণবী বলিল "আমার সঙ্গে যাবে? এস!" সত্যবতী ভাবিল এই ঠিক সময় উঠি উঠি করিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। বৈষ্ণবী বলিলেন—"তুমি তবে যাবে না।" সত্যবতী আর কোন কথা কহিলেন না, বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। সত্যবতী ভাবিলেন আর একজন আসুক পুনর্ব্বার দুই জন ভিক্ষুক সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল। সত্যবতী ভাবিলেন এই বার উঠি, কিন্তু তাহা হইল না, পাছে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে; এই ভয়ে তিনি অগ্রসর হইলেন না ক্রমে তাহারা দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে অদৃশ্য হইল। সত্যবতী ভাবিলেন—"আর একজন আসুক" এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলেই গমন করিতে লাগিল ও ভিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এক প্রহর তখন অতীত হইয়াছে, দ্বিপ্রহরও অতীত প্রায়, সত্যবতী তবুও সেই গাছতলায় তেমনই ভাবে বসিয়া আছেন। ক্রমে

বেলা অবসান হইল একজনও ভিক্ষুক আর পথে দেখা যাইতেছে না।—সত্যবতী সেস্থান হইতে উঠিয়া আর একটী নির্জ্জন বৃক্ষ-চ্ছায়ায় গিয়া বসিলেন; বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এমন করিয়া অনাহারে থাকা ভাল নয়, যখন ভিক্ষা করিতেই হইবে, তখন আর কিসের সঙ্কোচ, কিসের মান অপমান, কিসের লজ্জা, কিসের ভয়! এককালে জমীদারের পুত্রবধূ ছিলাম, এখন আর তাহাতে কি? এখন ত আর তাহা নই। এককালে বারবণিতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া—উঃ! কত ধনীযুবককে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি। সে পাপ আমার যাবে কোথা। আমি ভিক্ষা করিব না ত কে ভিক্ষা করিবে? এককালে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইত না, এখন যে কঠিন মাটিতেও আশ্রয় নাই। চিরদিন কখন সমান যায় না। পাপ পুণ্যের ফলাফল অবশ্যই ভুগিতে হয়। তবে আর কিসের সঙ্কোচ?" সত্যবতী হৃদয়কে এইরূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে রৌদ্র পড়িয়া আসিল এই সময় একদল ভিখারী উত্তর দিকের গ্রামাভিমুখে সত্যবতী যে গাছতলায় বসিয়া আছেন, সেই স্থান দিয়া যাইতে লাগিল। সত্যবতীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"তুমি কেগা, কোথায় যাইবে?"

সত্যবতী বলিলেন—আমি ভিখারিণী।

তাহারা বলিল—"ভিক্ষা করিতে যাইবে কি? যাও ত

আমাদের সঙ্গে এস, ঐ গ্রাম দেখা যাইতেছে, ওখানকার একটী বাবুর মায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ, তিনি ভিক্ষুকদিগকে ৵০ দুই আনা করিয়া পয়সা ও খাদ্যদ্রব্য দিবেন তুমি যাবে ?"

সত্যবতী তাহাদের কথা শুনিয়া প্রাণপণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন দুর্ব্বল শরীরে অপরিমিত বলের সঞ্চার হইল। মলিন বসনখানি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিলেন, কেবল নাসিকা, চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। তার পর ভিক্ষুকগণের অনুসরণ করিলেন।

অনেকক্ষণ গমন করিয়া গ্রামের মধ্যে, বাবুর বাটীতে ভিক্ষুকগণ "জয় হউক বাবুর" বলিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুক সকল জলখাবার লইবার জন্য একটী গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন একটা বৃহৎ পাত্রে করিয়া খাদ্য দ্রব্য ও একজন লোক পয়সার তহবিল লইয়া সকলকে বিতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলে জলখাবার পয়সা লইয়া প্রস্থান করিল। অবশেষে সত্যবতী ধীরে ধীরে সেই দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অতি কষ্টে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন এবং ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আস্তে আস্তে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আজ আর কোথাও যাইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিবেচনা করিয়া সত্যবতী পুনরায় সেই বৃক্ষতলায় আসিয়া উপস্থিত হই-

জেন ও জীবন ধারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহার করিয়া একাকিনী সেই গাছতলায় শয়ন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

হেমলতার দুর্গতি।

সত্যবতী কাশী গিয়াছে। সে একেবারে সংসারের মায়া কাটাইয়াছে, একথা হেমলতা জানে না। সে প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রথমে সত্যবতীর শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল সত্যবতী গৃহে নাই, রামরতন শিরোমণী একাকী বসিয়া আছেন। হেমলতা অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন—"হ্যাঁগা! আমাদের মনোলোভা কোথায় গেল?"

রামরতন একেবারে রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"দেখ! কাহাকেও অযথা নামে ডাকা উচিত নয়, তাহার প্রকৃত পবিত্র নাম থাকিতে, কেন তোমরা তাহাকে ঐ বিশ্রী নামে ডাকিয়া থাক?"

হেমলতা কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া বলিলেন,"আচ্ছা আচ্ছা তাই

রাম রতন। সে আজ প্রাতঃকালে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কাশী গিয়াছে।

হেমলতা আর রাগ চাপিয়া থাকিতে পারিল না। পিপী-লিকার পালক হয় মরিবার জন্য। রামরতনকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি তবে কাশী যাইবার মন্ত্রণা দিয়েছ," এত অল্প বয়সে কাশী যাইলে কি ফল হইবে। হরিনাম বল, যত পুণ্য কর্ম্ম বল, সেত মৃত্যু সময়ের, এ যৌবন কালে কেন?"

ব্রাহ্মণ এইবার বিনীতভাবে ধীরে২ বলিলেন,—"দেখ মা হরিনাম করিতে, কি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে হইলে, কালা কালের বিচার করিলে চলে না "শুভস্য শীঘ্রং" শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন করা উচিত। যাহারা মৃত্যু কালের জন্য অপেক্ষা করে তাহাদের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দেখ মা! তোমাকে একটী কথা বলি শুন,—তুমি যদি একটা জন্তু পুষিয়া আজীবন তাহাকে কটু, কষায় খাওয়া-ইয়া রাখ, তাহা হইলে সে কখন কি বমন কালে সুধা উদগীরণ করতে পারে? সেইরূপ মানব দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী প্রাণী আছে। জীবাত্মা তুমি ও পর-মাত্মা তোমার প্রতিপালিত কোন প্রাণী বিশেষ। অন্তকালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহা কলহ উপস্থিত হয়। জীবাত্মা

মৃত্যুকালে যম যাতনায় অস্থির হইয়া পরমাত্মাকে বলে,—"ভাই! তুমি আমার অসময়ের বন্ধু, আমার অসময় উপস্থিত একবার হরিনাম সুধা দান করে আমাকে এই যম যাতনা হইতে মুক্ত কর। পরমাত্মা অমনি রাগান্বিত হইয়া বলে "বাঃ তাও কি হয়, তুমি চিরকাল আমাকে বিষয় বিষ খাওয়াইয়াছ, আমি এখন কেমন করিয়া সুধা বমন করিব? তা আমি কখনই পারিব না। এই জন্য জীবের মৃত্যুকালে যন্ত্রণার সীমা থাকে না। তাই বলি, মা! এই সময় হইতে যদি হরিনাম সুধা পান করাইতে পার তাহা হইলেই মরণ সময়ে ঐ নামামৃত সুধা ভক্ষণ হইলেও হইতে পারে। নতুবা, বিষয় বিষে রত থাকিয়া বিষ খাওয়াইলে, বিষই বমন হইবে অতএব এই সময় হইতেই ঈশ্বর পদে মতি রাখা উচিত?

ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। এই সকল সৎ উপদেশ হেমলতার পাপ হৃদয়ে স্থান পাইল না। পাপিনী হেমলতা রাগত ভাবে বলিল,—"যাও যাও আর উপদেশ দিতে হবে না। আমি অনেক উপদেশ জানি।"

ব্রাহ্মণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "দেখ হেম! তুই স্ত্রীলোক বলিয়া আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আর সহ্য করবো না। পাপিনি! তুই জানিস্ একটা ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাহাদের একটী সরলা বালিকাকে পাপ প্রলো

ভন দেখাইয়া তাহার জীবনে যৎপরোনাস্তি কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিস্, সেই ব্রাহ্মণ কুল-মহিলাকে অতি নীচ, অতি ঘৃণীত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাইয়াছিস্. এতেও তোর লজ্জা হল না। আবার আমাকে তিরস্কার করিতেছিস্। তুই জানিস্, এবাড়ী এনথ আমার; এখনি তোকে গলাধক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব।

এই বলিয়া সত্যবতী প্রদত্ত দান-পত্র খানি দেখাইলেন। হেমলতা লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইল। রামরতন শিরোমণী সত্যবতী প্রদত্ত বিষয় বৈভব নিকটবর্ত্তী কোন দীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সময় হইতেই হেমলতার দুর্গতির সূত্রপাত। হেমলতা মনে করিল মনোলোভা ত গিয়াছে, এখন আর একটী মেয়ের সন্ধান দেখি, এই বলিয়া একটী গৃহস্থের বাটী গেল ও তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোককে ভুলাইতে গিয়া অত্যন্ত প্রহার খাইল। সেই প্রহারের ধমকে তাহাকে প্রায় তিন মাস হাঁসপাতালে থাকিতে হয়। একদিন দেখিতে পাওয়া গেল, পাপিনীর পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। একখানি শতগ্রন্থি বসন পরিধান, গাত্রে স্ফোটক, কুষ্টব্যাধি, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। হস্তের প্রায় অনেকগুলি অঙ্গুলি খসিয়া পড়িয়াছে। দেখিলে

ঘৃণা হয়, এইরূপ অবস্থায়, পাপিনী হেমলতা দ্বারে ২ ভিক্ষা করিতেছে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া গেল হেমলতা একটু সারিয়াছে। সে এখন শ্মশানে মৃত ব্যক্তির লেপ কাঁথা কুড়াইয়া কলে বিক্রয় করে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখিলাম "পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। কনষ্টেবল প্রহার করিতে করিতে তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাইতেছে। পরে শুনা গেল, যে মদ খাইবার জন্য একটী দোকানে পয়সা চুরি করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহার একমাস সপরিশ্রম কারা-দণ্ড হয়।

তার পর একদিন দেখি যে, সে রাস্তার ধারে বসিয়া "বাবা এই অতুরকে একটী পয়সা দে যাও" বলিয়া ভিক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কাহারও দয়া হইতেছে না। বরং ছোট ২ বালক বালিকাগণ ক্রিড়াচ্ছলে তাহার গায়ে ধুলা দিতেছে কেহ বা ছোট ইট লইয়া তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিতেছে। আবার কেহবা কৌতুকের নিমিত্ত তাহার চুল ধরিয়া টানিতেছে যন্ত্রণার একশেষ। পাঠক! দেখুন, আজ হেমলতার কত দুর্গতি। পাপ পথে থাকিলে পরিণামে সকলেরই এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব সাবধান, পাপের পথ সহজ বলিয়া কেহ যেন পাপ পথে ধাবিত না হন। আপাততঃমধুর বিবেচনা করিয়া শেষে যেন এই হেমলতার মত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়?

হেমলতা যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মনে করিতে লাগি-লেন "কল্য প্রাতে আমিও সত্যবতীর অনুসন্ধানে কাশী গমন করিব ও তাহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করিব। তাহা হইলে আমার আর এত কষ্ট থাকিবে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

বারাণসীর যুদ্ধ।

ও

হেমলতার মৃত্যু।

আমরা যে সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই সময়ে ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৬২৭ অব্দে অশ্বারোহণে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র সাজাহাণ সত্বর-পদে আগরায় গমনপূর্ব্বক পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়া তিনি পীড়ায় শয্যাগত হন। কিন্তু জনরব শুনিতে পাওয়ালগে যে, তিনি মৃত্যুমুখে

পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদে তাহার পুত্রগণ সকলেই সমর সজ্জায় সজ্জিত হইল। পিতৃ বিয়োগে সকলেই সিংহাসন লোভে লোলুপ হইল। এই সময়ে সাজাহান সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রদিগের বিরোধ নিবৃত্ত হইল না। সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পিতাকে বিষদানে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিবেন, এই স্থির করিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার অন্য ২ ভ্রাতাগণ সম্মত ছিল না; এই জন্য ভারতবর্ষে ভয়ানক যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষে কাশীধাম সমীপে দারা ও তৎসহযোগী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মৃতদেহে রণস্থল ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল। কোথাও সৈন্যগণ সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া যেন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিতেছে। কোথাও আহত সেনাগণের "দে জল" ২ শব্দ শুনা যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে পেচকগণের ভীষণ রব ও শিবাগণের অশিব চীৎকারে কান ঝালা ফালা হইতেছে। রাত্রিকাল ভয়ানক সময় বিশেষতঃ পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদের পক্ষে অশেষ যন্ত্রনাদায়ক। সেই ভয়ানক রাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে আর কেহই নাই কেবল একটি স্ত্রীলোক নির্ভয় হৃদয়ে ইতস্ততঃ

ভ্রমণ করিতেছে। তাহার বিকট আকৃতি দেখিলে ভূত কিম্বা প্রেত বলিয়া অনুমাণ হয়। এই সময়ে কতকগুলি কামোন্মত্ত মুসলমান সেনা রণস্থলে উপনীত হইয়া এ বিকট আকৃতি স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"তোম কোন হ্যায়?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিল—"বাবা! আমি ভূত নই, প্রেত নই, আমি অতি দুঃখিনী। এখানে এসেছি যদি কিছু মহামূল্য সামগ্রী পাই ত আমার দুঃখ দূর হবে।"

সেনাগণ বলিল—"তুম্ হাম লোক্‌কো রেণ্ডিকা বাড়ী লে যানে সেকোগে?"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বাবা! এখানে বেশ্যালয় কোথা আছে, তাত আমি জানি না, তবে এই কাশীধামে সত্যবতী নামক একটী পরমাসুন্দরী বেশ্যা আছে. আমি শুনেছি, সে মনিকর্ণিকার ঘাটে থাকে, আমি তাহাকে চিনি। তোমরা সেই স্থানে যাও, আমিও তোমাদের পশ্চাৎ২ যেতেছি চল।"

সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, স্ত্রীলোক তাহাদের পশ্চদনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে মনিকর্ণিকার ঘাটে উপনীত হইল, কত অন্বেষণ করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তখন সেনাগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্ত্রীলোকটাকে এমন গুরুতর প্রহার করিল যে সেই প্রহারেই তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইল। পাঠক! আপনারা এই স্ত্রীলোকটীকে জানেন

এই সেই পাপিনী হেমলতা. সত্যবতীর অন্বেষণে কাশীধামে আসিয়াছে। আর সত্যবতীর অন্বেষণ করিতে হইলনা। পাপিনী পার্থিব সকল যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে ইহ সংসার ত্যাগ করিল।

সত্যবতীও নিষ্কণ্টক হইলেন। তবেই দেখুন,—পুণ্যাত্মার অনিষ্ট কেহই সাধন করিতে সমর্থ হয় না, সত্যবতী এখনও কাশীধামে পৌঁছেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দুইটী পথ প্রদর্শক।

রজনী প্রভাত হইল। তিমিরারি তমোনাশ করিয়া ধীরে২ গগণপটে উদয় হইতেছেন। জীবজন্তু সুনিদ্রায় শ্রান্তিদুর করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ধাবিত হইতেছে। সত্যবতী রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কোন দিকে যাইবে, কোথায় যাইলে কাশীধামের পথ পাওয়া যাইবে, এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। অন্য দিন অপেক্ষা

আজ সত্যবতীর মন প্রফুল্লিত, কেবল সময়ে২ পথ না পাওয়ায় তাহার মনে একটু একটু ভাবনা উপস্থিত হইতেছে, তাহাও ক্ষণিক স্থায়ী!

এমন সময় দুইটী বালক, বয়স—অনুমাণ, ৮।১০ বৎসর হইবে। গৃহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ মাঠের দিকে গমন করিতে২ হঠাৎ বৃক্ষতলায় সত্যবতীর রূপলাবণ্য দেখিয়া উভয়ে বলাবলি করিতে লাগিল—"দেখ ভাই! ভদ্র লোকের মেয়ের মত কেমন একটী মেয়ে ঐ গাছ তলায় বসে আছে দেখ্, রূপে যেন গাছতলা আলো হয়েছে।"

অপর বালকটী বলিল,—"তাইত ভাই! কাদের মেয়ে কিছুত জানি না। ভাই! ছেলে বেলায় আমরা মাতৃহীন হয়েছি। আয় ভাই! ওকেই আমরা একবার মা বলে ডাকি। ঐ দেখরে! আমাদের কাছে আস্‌ছে, চল আমরাও এগিয়ে যাই। এই বলিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সত্যবতী বালক দুইটীকে দেখিয়া আস্তে২ গাত্রোত্থান করতঃ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! তোমরা কি কাশীধামের পথ জান?

বালক দুইটী বলিল,—"মা! তুমি আমাদের মা, আমরা বাল্যকাল অবধি মাতৃহীন, আজ তোকে মা বলে আমাদের সে সাধ মেটাব।" এই বলিয়া সত্যবতীর অঞ্চল ধারণ করিল।

এইবার সত্যবতীর মনে অপত্য স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে২ বলিলেন,—"হায়! যদি আমার একটী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমাকে আর এ কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত না।" এই বলিয়া তিনি মনে২ কত আক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যাহার মন একবার ঈশ্বর পথে ধাবিত হইয়াছে, যাহার ঈশ্বর চরণে প্রগাঢ় ভক্তি ও গুরুবাক্যে একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেকি আর সংসারের মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হয়।

সত্যবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যা বাবা! তোমরা কি কাশীর পথ জান?"

বালক দুইটী সমস্বরে বলিল,—"মা! তুই কাশী যাবি মা?

সত্যবতী বলিলেন, "হা বাবা! বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দেখতে কাশীধামে যাব।

বালক দুইটি বলিল, "মা তুই কে, তোর বাড়ী কোথা মা?

সত্যবতী কাতরস্বরে বলিলেন, বাবা! আমি ভিখারিণী, আমার আবার ঘর বাড়ী কোথায় বাবারা।

বালক—হা গা মা! তোর কি কেউ নেই, তাই ভিক্ষা কর্‌ছিস?

সত্যবতী—"না বাবা! আমার আর কেউ নাই। কেবল বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা আছেন।

বালকদ্বয়—"মা! তবে একান্তই কাশী যাবি আমাদের কাছে থাক্‌বিনি?

সত্যবতী—"কাশী হতে ফিরে এসে, বাবা! তোমাদের এই খানে থাক্‌বো। এখন আমাকে একবার পথটি দেখিয়ে দিতে পার?"

বালকদ্বয়—"পারি বই কি মা!" আয়।

সত্যবতী—"এখান হইতে কত দূর?"

বালকদ্বয়—এখান থেকে এক দিনের রাস্তা।

সত্যবতী—"তবে আমি আজকেই পৌঁছিতে পার্‌বো?

বালক দ্বয়—"হা মা। তা পারবি। কিন্তু মা দেখিস্ কাল্‌কে কাশীতে ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গেছে, যেন শত্রুরের হাতে পড়িস না।

সত্যবতী—না বাবা! কোন ভয় নাই। মা অন্নপূর্ণা আমাকে রক্ষা কর্‌বেন।

সত্যবতী আশীর্ব্বাদ সহকারে বলিলেন,—বাবা! তোমরা দীর্ঘজীবি হও, আমি এখন আসি! এই বলিয়া সত্যবতী প্রফুল্ল মনে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক! ঐশ্বরিক প্রেম যাহার হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহার আর কোন চিন্তা নাই। তিনি অবশ্যই মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সত্যবতী একাগ্র চিত্তে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া চলিলেন। বেলা প্রায় ৩টার সময় তিনি ৺কাশীধামে উপনীত হইলেন কাশীধামে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে আহ্লাদ হইল না। যে কাশীধাম দর্শন করিবার জন্য সত্যবতী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এতাবৎকাল ভ্রমণ করিতেছিলেন আজ আজ সেই সাধের কাশীধামে উপনীত হইয়া তিলমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধাম।

সত্যবতী কাশীধামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গুরু যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত কিছুরই ঐক্য হয় না। গুরু বলিয়াছিলেন, "কাশী স্বর্ণময়ী পুরী, মনিকর্ণিকার ঘাট অতি মনোহর, তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রত্যহ এই ঘাটে স্নান আহ্নিক করেন।" কই তাহার ত কিছুই দেখিতে

পাচ্ছি না। তবে কি গুরু আমাকে মিথ্যা বল্লেন,—না, তা কখনই নয়, এ তবে কাশীধাম নয়। এই বলিয়া তিনি একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঁ্যা গা বাবা! কাশী আর কত দূর?" বৃদ্ধ লোকটি উত্তর করিলেন, "বাছা! এইত কাশী।" সত্যবতীর গুরু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি তাহার কথা না শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কিছু দূর গমন করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্ত্রীলোকটি স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিতা। দেখিলে বোধ হয় যেন, কোন স্বর্গীয় বিদ্যাধরী কিম্বা দেবী, মানবীর বেশে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সত্যবতী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! তুমি কি কাশীর পথ জান?" স্ত্রীলোকটী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "বাছা! কাশী যে পশ্চাতে ফেলে এসেছ!" সত্যবতী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "মা! কাশী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ শুনতে পাওয়া যায় তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না।" যুবতী স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "মা! এইবার যাও, প্রায় সন্ধ্যা হল, এইবারে নিশ্চয়ই সে সব দেখতে পাবে।"

সত্যবতী আনন্দ সহকারে বলিলেন—"আচ্ছা মা! তবে যাই"।

এই বলিয়া পুনরায় পশ্চাদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাঠক! এ যুবতী স্ত্রীলোকটীকে আপনারা চিনিয়া রাখুন, বোধ হয় পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।

ক্রমে ২ সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব কমলিনীকে কাঁদাইয়া অন্তকার মত পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে প্রত্যেক গৃহে দীপ-শিখা সকল প্রজ্বলিত হইয়া মুক্তা-

মালার ন্যায় যামিনী-সতীর কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠে সুশোভিত হইল। প্রত্যেক দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। আরতীর গন্ধ-দ্রব্যের মনোহর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। মণিকর্ণিকায় কতশত লোক আসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিতে লাগিল। কাহার মুখে বাক্‌শক্তি নাই, কেবল সময়ে সময়ে "হর হর বম্ বম্" "কাশী তরাও" প্রভৃতি শব্দ শুনা যাইতেছে।

এই পবিত্র সন্ধ্যা সময়ে সত্যবতী কাশীধামে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন প্রেমানন্দে গলিয়া গেল। রামরতন শিরোমণী যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই সত্য। তিনি দেখিলেন কাশী যথার্থই স্বর্ণময়ী পুরী, মণিকর্ণিকার ঘাটে তেত্রিশ কোটি দেবতা সমবেত হইয়া "হর হর বম্ বম্" রবে নৃত্য করিতেছেন। পাঠক! এ অপূর্ব্ব দৃশ্য যে সে লোকের ভাগ্যে ঘটে না, সত্যবতীর ন্যায় ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

সত্যবতী এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন—"আমি কোথায়? স্বর্গে, না মর্ত্তে। আহা! এযে স্বর্গ হইতেও মনোরম্য স্থল। আজ আমার জন্ম সফল হল। গুরো! তোমার কৃপায় আজ আমি ধন্য হলেম। পাপ, তাপ প্রভৃতি পার্থিব যন্ত্রণা হতে মুক্ত হলেম। আর কেন এই খানেই বসিয়া থাকি। মা অন্নপূর্ণে! দয়াময়ি! মা আমি অত্যন্ত পাপীয়সী, আমার মত পাতকিনী আর কোথাও নাই মা। মা! তুমি পাতকিতারিণী বলে, তোমার চরণে শরণ নিলেম। দেখ মা অন্তকালে যেন ঐ সুশীতল চরণপ্রান্তে স্থল পাই। মা নিস্তারিণি! নিস্তার

করো মা"। এই বলিয়া সত্যবতী মণিকর্ণিকার ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি অধিক হইল। সকলেই স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঘাটে আর একটিও লোক নাই। সত্যবতী একাকিনী বসিয়া আছেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে তাঁহার সর্ব্বশরীর অবশ, তাহাতে আবার ক্ষুধা ও নিদ্রার উদ্রেক হওয়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন—"গুরু! আমাকে বলেছিলেন কাশীতে কেহই অনাহারে থাকে না, অন্নপূর্ণা স্বহস্তে সকলকে উদর পুরিয়া আহার করান। কিন্তু কই, মা অন্নপূর্ণা ত এখনও আস্‌ছেন না। বোধ হয়,—আমি এসেছি, তিনি, এখনও জান্‌তে পারেন নাই, তাই এত বিলম্ব হচ্ছে। আহা! মায়ের কি ক্ষমতা! কাশীবাসী সমস্ত লোককে একা আহার করান। জীবকে অন্ন দিতে মা আমার মুক্ত হস্ত। ক্রমে সত্যবতী ক্ষুধায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিলেন, "মা ভবক্ষুধা-নিবারিণি! মা! একবার দেখা দাও, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি, আর তোর পাপিনী মেয়েকে কাঁদাস্ নি মা, আয়, আর বিলম্ব করিস্ না।"

এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তার পূর্ব্বক ভূমে শয়ন করিলেন। তন্দ্রা আসিল; তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ভূশয্যায় শায়িত হইলেন। কিন্তু মনে২ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে মা অন্নপূর্ণা অবশ্যই আসিয়া অন্ন দেবেন।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। অন্ধকারে সকল স্থান পরিব্যাপ্ত। গগণমণ্ডলে নক্ষত্র সকল বিভাসিত হইয়া, কৃষ্ণবর্ণা যামিনী সতীর কবরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রকৃতি নিঃশব্দ। কোন স্থানে আর একটিও লোক নাই, কেবল মণিকর্ণীকার

ঘাটে অভাগিনী সত্যবতী ভূমে অঞ্চল বিস্তার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন।

এমন সময় হঠাৎ মণিকর্ণীকার ঘাট আলোকময় হইল কিছুক্ষণ পরে একটি ষোড়শী কামিনী স্বর্ণথালে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া তথায় উপস্থিত। কামিনীর অপরূপ রূপ। এরূপ রূপ জগতে নাই, জগতে লোকে এরূপ কখন দেখে নাই। কামিনী সত্যবতীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মা সত্যবতি! উঠ; এই নাও, অন্নব্যঞ্জন এনেছি, আহার কর।"

সত্যবতী চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন কাশীর আরাধ্যা দেবী। সত্যবতী সসব্যস্তে ভক্তি পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন, "মা এসেছ, এস ২ এত বিলম্ব কেন মা? আমি এসেছি, তুমি বুঝি জানতে পার নাই" যুবতী বলিলেন, "হাঁ মা তুমি যে এসেছ আমি জানি না, তাই এত বিলম্ব হল, এবারে আর হবে না মা তুমি খাও।" এই বলিয়া হস্তস্থিত অন্নব্যঞ্জন সত্যবতীর সম্মুখে রক্ষা করিলেন। পাঠক! আপনি এই যুবতীকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? অদ্য সন্ধ্যার সময় ইঁহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, মনে পড়ে কি ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা। দেখুন, গুরুবাক্যে সত্যবতীর আজ অদৃষ্ট কত সুপ্রসন্ন। যে পদ পাবার জন্য বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র সদা বাঞ্ছা করিতেছেন, যে পদ পাবার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব পাগলের ন্যায় সতত শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করেন, যোগী ঋষিগণ কত যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াও যাঁহার দর্শন লাভে সক্ষম হন না সত্যবতী বিনা আরাধ্যে আজ সেই ভবারাধ্য ধন অনায়াসে লাভ করিলেন। তাই শাস্ত্রে বলে "বিশ্বাসই ঈশ্বর লাভের মূলীভূত কারণ।"

হে পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, অবশ্যই সত্যবতীর ন্যায় ঐ যোগীজন বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সত্যবতী আহার আদি সমাপন করিয়া বলিলেন "মা! তবে একটু দাঁড়াও, আমি এই গুলি ধুইয়া আনিয়া দিই। অন্নপূর্ণা বলিলেন "কেন মা! আমিই না হয় ধুয়ে আনছি তুমি বস।"

সত্যবতী বলিলেন "না মা, না মা, সমস্ত দিন থালা পাথর ধুইয়া, তোমার ঐ কোমল হস্তে বেদনা হয়েছে, তোমার ধুইয়া কাজ নাই, আমিই যাইতেছি"।

এই বলিয়া সত্যবতী পাত্র ধৌত করিতে মণিকর্ণীকার ঘাটে নামিলেন। পাঠক! দেখুন, জগজ্জননী, আজ সত্যবতীর দাস্য বৃত্তি করিতে উদ্যত। হায়! যাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিবার জন্য তেত্রিশ কোটী দেবতা লালায়িত সেই সাধনের ধন আজ সত্যবতীর সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত যাঁহার মোহিনী মায়ায় ত্রিলোক মোহিত হয়, আমি কীটানুকীট হইতেও অধম, আমার এমন কি শক্তি যে সেই অসীম অনন্ত মহিমার কণিকামাত্র বর্ণন করি, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইলে এ সকল বিচিত্র নয়। সত্যবতী পাত্রধৌত করিয়া অন্নপূর্ণার হস্তে প্রদান করিলেন। ভগবতী অন্নপূর্ণা স্বর্ণপাত্রটী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"মা তবে এখন আসি?"

সত্যবতী গললগ্নিকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "আর যেন বিলম্ব না হয়, প্রত্যহ যেন এক এক বার তোর ঐ মুক্তি মূলাধার অভয় চরণ দেখতে পাই, এই আমার অভিলাষ।" এই বলিয়া সত্যবতী প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ভক্তাধীনা দয়াময়ী অন্নপূর্ণা যেন সত্যবতীর ভক্তিপূর্ণ "মা" বুলিতে দ্রবীভূতা হইয়া বলিলেন,—"মা! আর তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে প্রত্যহই দেখা দিব। কিন্তু মা! দিবাভাগে আমি আসিতে পারিব না। তুমি ঠিক এখানে বসিয়া থাকিও, প্রত্যহ এই সময়ে আসিয়া তোমাকে খাওয়াইয়া যাইব।"

সত্যবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিলেন "মা! তা হলেই যথেষ্ট হবে, কিন্তু মা দেখিস্, যেন ভুলিস্ নি।"

ভগবতী বলিলেন, "না মা! কোন ভাবনা নাই, তবে এখন আসি।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সত্যবতীর অপার আনন্দ, এ আনন্দের অন্ত নাই। অনন্ত আনন্দ। সত্যবতী মনে২ বলিলেন,—"আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য, আজ আমি কি দেখিলাম,—আমার জন্ম সার্থক হ'ল। গুরুদেব! আজ তোমার কৃপায় পাপিনী সত্যবতী সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল। ঠাকুর! উদ্দেশে তোমার চরণে কোটী২ প্রণাম করি।" এইরূপে আনন্দ মনে সত্যবতী অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মার অপমৃত্যু।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। দিবাকর নিজ-কর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বগগণে উদিত হইলেন। পৃথিবী রাত্রের গাঢ় অন্ধ-

কার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আর কোথাও অন্ধকার নাই। সকলে প্রভাতকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ-স্নান করণাশয়ে মণিকর্ণীকার ঘাটে আসিয়া কলরব করিতেছে। সত্যবতী মনুষ্য কলরবে জাগরিতা হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পুনরায় ঘাটে আসিয়া উপবেশন করিলেন। কত শত গেরুয়া বসনধারী তেজঃপুঞ্জ কলেবর সাধক মণ্ডলী মণিকর্ণীকার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেছেন ও জল তুলসী দিয়া পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করিতেছেন। সত্যবতী এই সকল দেখিতে লাগিলেন ও মনে ২ বলিলেন—"মাতঃ জগদম্বে! আমি ভজন সাধন কিছুই জানি না দেখ মা! অভাগিনীকে যেন ভুলনা"। এই সময়ে কতকগুলি জটাজুট শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী এই স্বর্গীয় শোভা সম্পন্ন, তেজঃ-পুঞ্জকান্তি বিশিষ্ট মহাত্মাগণকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। সকলে "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া পূত সলিলে অবগাহন করতঃ স্নান করিতে লাগিলেন। এই সকল মহাত্মার মধ্যে পরমানন্দ স্বামী নামক একজন মহাত্মা বাস করিতেন। বহুদিবস হইতে তিনি কাশীতে আছেন বলিয়া কাশী-বাসী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অদ্য পরমানন্দ স্নানান্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে দুইটী বৃষ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছিল। হঠাৎ পরমানন্দ তাহাদের সম্মুখে পড়িলেন। ক্রোধান্ধ বৃষদ্বয় বৃদ্ধ পরমানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া মহা তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত ধাবিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। পার্শ্ব-স্থিত সকলে স্বামী মহাশয়ের ঈদৃশ অপমৃত্যু দর্শন করিয়া

"হায়, হায় কি হ'ল, পরমানন্দ স্বামীর অপমৃত্যু! হে বিশ্বেশ্বর! এ তোমার কি লীলা প্রভু, যিনি বাল্যকালাবধি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল তোমার চরণ সার করেছিল, ঠাকুর! তাহারই অদৃষ্টে এই ছিল। হায়! কি হল"। এই বলিয়া সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিল। কাশী-বাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা তাঁহার শোকে শোকাভিভূত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সত্যবতী ঘাট হইতে ঐ সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে—পরমানন্দের মৃত্যুর অনতি বিলম্বেই কাশী নাম মহাদেব আসিয়া তাহার কর্ণে "তারক-ব্রহ্ম" নাম শুনাইলেন। পরে বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথীরূপে অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া যথায় মহাত্মা স্বামী মহাশয় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবা মাত্রই চতুর্ভুজ মুর্ত্তিধারণ করিয়া তিনি পুষ্পক্ রথে আরোহণ করিলেন। তেত্রিশ কোটী দেবগণ খোল, করতাল, বাদন-যন্ত্র সহকারে তাঁহাকে হরিগুণ-গান শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। পরে ভগবান ভূতভাবন ভোলানাথ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ভক্ত-চূড়ামণি পরমানন্দ! আজ তোমার জীবলীলা সাঙ্গ হল; এখন পরম আনন্দে শান্তিময় শ্রীহরির পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া চিরকাল পরমানন্দ ভোগ করগে"। স্বামী মহাশয় পরম ভক্তি ও প্রেমে গদ গদ চিত্ত হইয়া মহাদেব চরণে প্রণাম করিলেন। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীহরি রথরজ্জু ধারণ করিয়া বলিলেন—"বাপ পরমানন্দ! বহুদিন হইতে

কঠিন পরিশ্রম করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলে, তজ্জন্য আজ আমি তোমার সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি; এখন চল তোমাকে রথে করিয়া অনন্তধামে লইয়া গিয়া তোমার শান্তি বিধান করি"।

এই বলিয়া নারায়ণ রথ চালনা করিলেন। ক্রমে ২ রথ বৈকুণ্ঠ তোরণ সমীপে উপনীত হইলে পরমানন্দ পরমানন্দে আরাধ্য ধামে গমন করিলেন। কাশী-বাসী সকলেই শোকাভিভূত কিন্তু সত্যবতীর দুঃখ নাই; শোক তাপ কিছুই নাই। কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন, আর সময়ে ২ মনে করিতেছেন, তবে আর ভাবনা কি? আমিও মরিলে এই রূপ প্রকারে স্বর্গে গমন করিব। আমার সকল যাতনা দূর হইবে। কাশী-বাসী লোক সকল সত্যবতীর এইরূপ অবস্থায় বিস্মৃত হইয়া বলিল—"হায়রে মাগি! তোমার কি একটু দুঃখ হয় না। আমরা সকলে হাহা কচ্চি আর তুই হাসছিস্?"

সত্যবতী ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন—"তোমরা নিতান্ত পাগল তাই শোক কর। তোমরা যদি সত্য সতাই এঁর পরম উপকারী হও তাহা হইলে শোক করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।"

সকলে তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল্‌ছ আমরা কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

"তোমরা দেখ্‌বে না ত বুঝবে কি করে" এই বলিয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ, বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আস্‌চে, তেত্রিশ কোটী দেবতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। তবে এতে শোক কিসের?"

সত্যবতীর এই সকল কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল। এবং সকলেরই বিশ্বাস হইল যে—"সত্যবতী সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন। ইনি মানুষাকারে দেবী। এঁর আগমনে কাশী পবিত্র এবং আমরাও পবিত্র হলেম।" এই ঘটনা হইতে সত্য-বতীকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সত্যবতীর মুক্তি।

পরমানন্দের মৃত্যুর পর হইতে আমাদের পাপিনী সত্য-বতীর মনে আর দুঃখের লেশ মাত্র নাই। সদাই শান্তিময়। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন মূর্ত্তিমান আনন্দ সত্যবতী আকারে মণিকর্ণীকার ঘাটে বিরাজমান। একদিন রাত্রি দুই প্রহর অতীত। অদ্য পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্র গগণে সমুদিত হইয়া নরজগতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। নক্ষত্র সকল এই মনোহর শোভা ধারণ করিয়া যেন মনে ২ বলিতেছে—"হা ভ্রান্তজীব! তোমরা এমন সুখের সময় ঘুমে অচেতন রহিলে, একবার নয়ন ভরিয়া এ সৌন্দর্য্য দেখ্‌লে না? বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে। মণিকর্ণীকার ঘাট নিস্তব্ধ বলিয়া, সলিলও শান্ত-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে চন্দ্রমার অত্যুজ্জল জ্যোতি পতিত হইয়া যেন এক অপূর্ব্ব বর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। দিবাভাগে মনুষ্য কলরবে কান পাতা যায় না কিন্তু যামিনী যোগে তাহার কিছুই নাই কাশীধাম যেন জনশূন্য। এই

গভীর নিস্তব্ধতার সময়ে ধীরে২ কার সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। গীতটী যেন কতই দুঃখজড়িত ও হৃদয় ভেদী! তজ্জন্য এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম:—

রাগিণী ভৈরবী তাল—ঝাঁপতাল।

বুঝি আমার শমন নিকট হলো।
থর থর কাঁপে অঙ্গ প্রাণ গেল॥
ঘন ঘন শ্বাস বহে,
পাপানলে দেহ দহে,
কণ্ঠরোধ হয়ে এল দিন যে ফুরাল॥
আর নাহিক সময়,
এই তো শেষ সময়,
প্রাণ ভরে একবার দুর্গা দুর্গা বল॥

গীত থামিল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীগণের প্রাতঃ-স্তবপাঠ কর্ণগোচর হইল। সূর্য্যোদয়ে মণিকর্ণীকার ঘাট লোকে লোকারণ্য সকলে সত্যবতীর দর্শন মানসে সমুৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। "এই আসেন" বলিয়া বারটা বাজিল। তথাপিও সত্যবতীর দর্শন পাওয়া গেল না। সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আহারাদি করিয়া পুনরায় মণিকর্ণীকার ঘাটে আসিলেন। তখনও সত্যবতীর দেখা নাই। সকলে মনে করিলেন—সত্যবতীর মৃত্যু হই-য়াছে! কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া গেল না। সকলেই সত্যবতীর অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পাঠক! আমার এই গ্রন্থ শেষ হইল। শেষে এইটুকু বক্তব্য যে, "মানবগণ দেহ ধারণ করিয়া কেবল মৃত্যু ভয়েই কাতর। পৃথিবীতে যাহা

কিছু ভয় আমরা দেখিয়া থাকি তৎসমুদায়ই মৃত্যু সংক্রান্ত। মৃত্যু মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল। দেহ ধারণ করিলেই মৃত্যু হইবেই হইবে।

এই মৃত্যু অতি ভয়ানক ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আর কোনও উপায় নাই কেবল উপায় ‘ঈশ্বর প্রত্যয়”। অতএব সকলে সত্যবতীর মত সৎগুরুর আশ্রয় করিয়া, এস ধর্ম্মং যে বিচরণ করি, এস সত্যবতীর মত কাতর প্রাণে সেই কাতর ভয়-ভঞ্জিনীকে ডাকি. অবশ্যই আমরা সত্যবতীর মত অন্তকালে এই অনন্ত ভব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ঈশ্বর চরণে লীন হইব।

সত্যবতীর যে নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

সত্যবতীর মুক্তি হইলে কিছুদিন পরে রামরতন শিরোমণী একবার কাশীতে আসিলেন, কত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সত্যবতীর দর্শন পাইলেন না। শিষ্যার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখ হইল। পরে যখন কাশীবাসীর প্রমুখাৎ সত্যবতী সংক্রান্ত সাধু-বাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অসীম আনন্দ হইল। তিনি মনে ২ কহিতে লাগিলেন, “আমি ধন্য হলেম, এতদিনে আমার গুরুনাম সার্থক হইল। আর আমি গৃহে যাইব না, এই পবিত্র কাশীধামে থাকিয়াই আমার জীবনের পথ মুক্ত করিব।” এই বলিয়া তিনি কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর ফিরিলেন না।

সমাপ্ত।